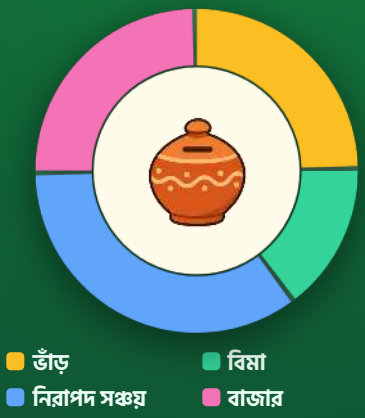
FitJeevan™

নভেম্বর 2026 পর্যন্ত আপডেট

সহজ বাংলা · মাসে ₹10,000 থেকে ₹50,000 আয়ের পরিবার · 18টি অধ্যায়

টাকা কোথায় রাখব?



আয়ের ভাগ (উদাহরণ)

ব্যাংক FD, ডাকঘর, PPF, সুকন্যা, মিউচুয়াল ফান্ড, সোনা, বিমা আর পেনশন: কষ্টের রোজগার কোথায়, কতটা আর কোন ক্রমে রাখবেন। সঙ্গে বাজেট, ঋণ থেকে মুক্তি আর প্রতারণা থেকে বাঁচা।



টাকা কোথায় রাখবেন? প্রতিটি জায়গার সত্যি

- বিপদের ভাঁড়
- ব্যাংক FD / RD
- ডাকঘরের প্রকল্প
- PPF / সুকন্যা
- মিউচুয়াল ফান্ড / SIP
- সোনা আর জমি
- জীবন আর স্বাস্থ্য বিমা
- EPF / NPS / পেনশন

কোনো টিপস নেই · কোনো ফান্ড বা শেয়ারের নাম নেই · কোনো রিটার্নের প্রতিশ্রুতি নেই

লেখক
বিবেক কুমার

প্রকাশক: ANSYS (FitJeevan)

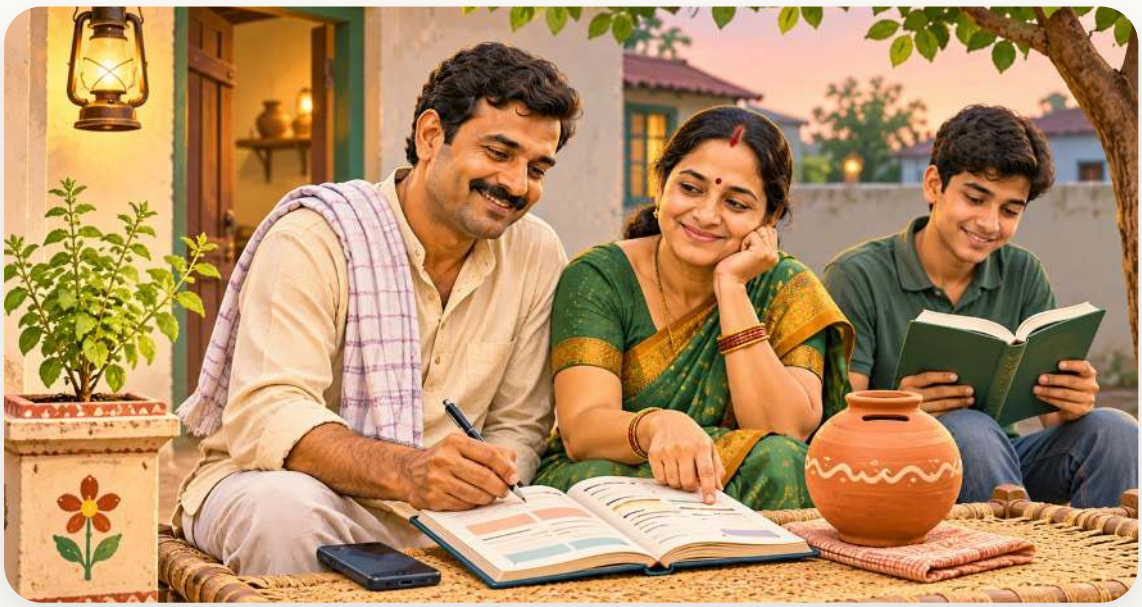
শুধু আর্থিক শিক্ষার জন্য। বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।

টাকা কোথায় রাখব?

সঞ্চয়, বিনিয়োগ আর সুরক্ষার সৎ বোঝাপড়া, সাধারণ পরিবারের জন্য
6টি ভাগ · 18টি অধ্যায় · 18টি ওয়ার্কশিট · 39টি প্রশ্ন কার্ড

বিবেক কুমার

ANSYS (FitJeevan) · নভেম্বর 2026 পর্যন্ত আপডেট



টাকা কোথায় রাখব? (নভেম্বর 2026 পর্যন্ত আপডেট)
লেখক: বিবেক কুমার · প্রকাশক: ANSYS (FitJeevan), ভারত
ওয়েবসাইট: fitjeevan.co.in

© 2026 ANSYS (FitJeevan)। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ কপি, স্ক্যান, বিলি বা আবার বিক্রি করা নিষেধ। ওয়ার্কশিট আর প্রশ্ন কার্ড নিজের পরিবারের ব্যবহারের জন্য প্রিন্ট করতে পারেন।

জরুরি দায়মুক্তি

দায়মুক্তি: এই বই শুধু আর্থিক শিক্ষা আর সচেতনতার জন্য। এতে দেওয়া তথ্য কোনো ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। লেখক ও প্রকাশক SEBI-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (Investment Adviser) বা রিসার্চ অ্যানালিস্ট নন। এই বইয়ে কোনো শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প, বিমা পলিসি, কোম্পানি, ব্যাংক বা অ্যাপ কেনা-বেচার সুপারিশ করা হয়নি। উদাহরণে দেওয়া সুদ বা রিটার্নের অঙ্ক শুধু হিসাব বোঝানোর জন্য কাল্পনিক, এগুলো কোনো রিটার্নের প্রতিশ্রুতি নয়। অতীতের ফল ভবিষ্যতের গ্যারান্টি নয়। বাজারের সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগে আসল টাকা কমেও যেতে পারে। সুদের হার, ট্যাক্স আর সরকারি নিয়ম বদলাতে থাকে; এই বই নভেম্বর 2026 পর্যন্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা, বিনিয়োগের আগে ব্যাংক, ডাকঘর বা সরকারি ওয়েবসাইটে সাম্প্রতিক তথ্য অবশ্যই যাচাই করুন। নিজের অবস্থা অনুযায়ী পরামর্শের জন্য SEBI-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (তালিকা: sebi.gov.in), বিমার জন্য IRDAI-নিবন্ধিত মধ্যস্থ, আর ট্যাক্সের জন্য যোগ্য কর-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করুন। এই বইয়ের সঙ্গে কোনো ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, ব্রোকার, অ্যাপ বা সরকারি সংস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। বইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তে ক্ষতি হলে লেখক ও প্রকাশক দায়ী থাকবেন না।

RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, AMFI, NCFE, ডাকঘর আর অন্যান্য সরকারি সংস্থার নাম শুধু তথ্য আর সরকারি সূত্র জানানোর জন্য নেওয়া হয়েছে; এদের কেউ এই বই তৈরি, যাচাই বা অনুমোদন করেনি। গল্পের নাম আর জায়গাগুলো বোঝানোর জন্য বানানো উদাহরণ।

এই কপিটি লাইসেন্সের অধীনে:

বইয়ে ভুল চোখে পড়লে বা কোনো হার/নিয়ম বদলে গেলে fitjeevan.co.in-এ জানান; পরের আপডেটে ঠিক করে দেব।

এই বই কীভাবে পড়বেন

টাকার সিঁড়ি: নিচ থেকে ওপরে, এক এক ধাপ

বেশিরভাগ মানুষের সমস্যা টাকার অভাবের চেয়ে বেশি **ক্রমের অভাব**। কেউ বিমা বিক্রি করে, কেউ SIP, কেউ সোনা, কেউ কমিটি (চিট)। এই বই বলে আগে কী করবেন আর তারপর কী, যাতে কষ্টের রোজগার ভুল জায়গায় আটকে না যায়। প্রথমবার পড়লে ভাগ 0 থেকে শুরু করুন। কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার (ঋণ, বিমা, ট্যাক্স, প্রতারণা) জন্য সোজা সেই অধ্যায়ে যেতে পারেন।

ভাগ 5: পাকা ব্যবস্থা	ট্যাক্স, প্রতারণা থেকে বাঁচা, প্রথম প্ল্যান আর 12 মাস	অধ্যায় 15-18
ভাগ 4: বাজারের বোঝাপড়া	মিউচুয়াল ফান্ড, সোনা-জমি আর শেয়ার বাজারের সত্যি	অধ্যায় 12-14
ভাগ 3: নিরাপদ সঞ্চয় আর বার্ধক্য	ব্যাংক, ডাকঘর, EPF, APY আর NPS	অধ্যায় 9-11
ভাগ 2: সুরক্ষা কবচ	জীবন বিমা, স্বাস্থ্য বিমা আর দুর্ঘটনা কবচ	অধ্যায় 7-8
ভাগ 1: ঋণে লাগাম	সুদের আসল দাম, মিষ্টি ফাঁদ আর ঋণমুক্তি	অধ্যায় 4-6
ভাগ 0: ভিত	হিসাব, বাজেট আর বিপদের ভাঁড়	অধ্যায় 1-3
দুই রেলিং	প্রতারণা থেকে বাঁচা (অধ্যায় 16) · ট্যাক্স, KYC, নমিনি, কাগজপত্র (অধ্যায় 15)	প্রতিটি ভাগে সঙ্গে

প্রতিটি অধ্যায়ে কী পাবেন

1. 😟 **আসল সমস্যা**
   যে অসুবিধার সঙ্গে আজ সাধারণ পরিবার লড়ছে, আর তার সোজা সমাধান।

2. 🔁 **সাধারণ ভুল বনাম বুদ্ধির পথ**
   মানুষ প্রায়ই কী করে, আর ভালো পদক্ষেপ কী।

3. 🙋 **যে প্রশ্ন করা উচিত**
   ব্যাংক, ডাকঘর, বিমা এজেন্ট বা ঋণদাতাকে জিজ্ঞেস করার তৈরি প্রশ্ন। [ফাঁকা জায়গায়] নিজের কথা লিখুন।

4. 😊 **উদাহরণের গল্প**
   আপনার মতো পরিবারের গল্প: কী ভুল হয়েছিল, কী শিখল।

5. ✏️ **ওয়ার্কশিট** + 🧠 **কুইজ** + 🗃️ **প্রশ্ন কার্ড**
   যা পড়লেন, তা নিজের ঘরের হিসাবে কাজে লাগান।

⚠️ "উদাহরণ" মানে কী

বইয়ে যেখানেই সুদ, রিটার্ন বা বৃদ্ধির হিসাব আছে, তা **হিসাব বোঝানোর জন্য**, প্রতিশ্রুতি নয়। হার বদলায়; টাকা রাখার আগে সরকারি সূত্রে আজকের হার দেখে নিন। এই অভ্যাসটাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

💡 সঙ্গে "ঘরের টাকার প্ল্যানার"

যদি প্ল্যানারও (Excel + PDF) নিয়ে থাকেন, তাহলে প্রতিটি অধ্যায়ের ওয়ার্কশিট সেখানেই ভরতে থাকুন। না নিয়ে থাকলে বইয়ের ওয়ার্কশিট পেন দিয়ে ভরুন, কাজ একই হবে।

আজকের ছবি

ভারতের পরিবার আর টাকা: কিছু পরিসংখ্যান (নভেম্বর 2026 পর্যন্ত পাওয়া সাম্প্রতিক)

7.0%
পরিবারের নিট আর্থিক সঞ্চয়, GNDI-এর (2024-25)
RBI বার্ষিক রিপোর্ট 2025-26

45.5%
পারিবারিক ঋণ, GDP-এর (সেপ্টেম্বর 2025)
RBI আর্থিক স্থিতিশীলতা রিপোর্ট, জুন 2026

27%
ভারতীয় আর্থিকভাবে সাক্ষর
NCFE NFLIS-2019

9.5%
পরিবার কোনো শেয়ার/ফান্ড প্রোডাক্টে
SEBI Investor Survey 2025

79.7%
মানুষ বিনিয়োগে "আগে সুরক্ষা" চান
SEBI Investor Survey 2025

56.2%
কর্মী স্বনিযুক্ত, অর্থাৎ আয় ওঠানামা করে
PLFS 2025, MoSPI

এই পরিসংখ্যানের মানে এই নয় যে মানুষ কম রোজগার করে বা অসাবধান। মানে হল, টাকার **বোঝাপড়া** কেউ শেখায়ইনি: স্কুলে না, অফিসে না, আর যারা বিক্রি করে তারা শেখায় না, বিক্রি করে। এই বই সেই ফাঁকটাই ভরে।

সূচিপত্র

ভাগ 0: ভিত 9

1 টাকার সিঁড়ি: আগে কী, পরে কী 10

2 ঘরের বাজেট: নিয়মিত ও অনিয়মিত, দুই আয়ের জন্য 23

3 বিপদের ভাঁড়: জরুরি তহবিল 35

ভাগ 1: ঋণে লাগাম 45

4 ঋণের আসল দাম: সুদ, EMI, APR আর CIBIL 46

5 মিষ্টি ফাঁদ: ক্রেডিট কার্ড, BNPL আর লোন অ্যাপ 58

6 সঠিক ধার আর ঋণমুক্তি: গোল্ড লোন, মহাজন, KCC, মুদ্রা 69

ভাগ 2: সুরক্ষা কবচ 80

7 জীবন বিমা: টার্ম বনাম বিমা-সহ-সঞ্চয় 81

8 স্বাস্থ্য বিমা, আয়ুষ্মান আর দুর্ঘটনা কবচ 94

ভাগ 3: নিরাপদ সঞ্চয় আর বার্ধক্য 105

9 ব্যাংকে টাকা: সেভিংস, FD, RD আর ₹5 লাখের ঢাল 106

10 ডাকঘরের প্রকল্প: PPF, সুকন্যা, NSC, KVP, MIS, SCSS 116

11 বার্ধক্যের প্রস্তুতি: EPF, APY আর NPS 128

ভাগ 4: বাজারের বোঝাপড়া 138

12 মিউচুয়াল ফান্ড আর SIP: সহজ ভাষায় 139

13 সোনা আর জমি: পরিবারের দুই পুরোনো পছন্দ 151

14 শেয়ার বাজারের সত্যি: বিনিয়োগ বনাম জুয়া (আর ক্রিপ্টো) 164

ভাগ 5: পাকা ব্যবস্থা 176

15 ট্যাক্সের গোড়ার কথা: নতুন আইন, ITR, TDS 177

16 প্রতারণা থেকে বাঁচুন: টাকা ডবল, ভুয়ো অ্যাপ, ডিজিটাল অ্যারেস্ট 189

17 বয়স আর আয় অনুযায়ী প্রথম প্ল্যান (উদাহরণ) 203

18 12 মাসের কাজের পরিকল্পনা 215

পরিশিষ্ট

- প্রশ্ন কার্ড (সব) 228
- জরুরি নম্বর আর সরকারি ওয়েবসাইট 238

- এক পাতায় সব হার 239
- টাকার শব্দকোষ 242
- কুইজের উত্তর 246
- এই বই কীভাবে আপডেট হবে 250
- সূত্র 251



ভাগ 0 / 5

ভিত

হিসাব, বাজেট আর বিপদের ভাঁড়

1. টাকার সিঁড়ি: আগে কী, পরে কী 10

2. ঘরের বাজেট: নিয়মিত ও অনিয়মিত, দুই আয়ের জন্য 23

3. বিপদের ভাঁড়: জরুরি তহবিল 35

ভাগ ০ · ভিত

অধ্যায় 1

টাকার সিঁড়ি: আগে কী, পরে কী

20 মিনিটে বুঝে নিন রোজগারের টাকা কোন ক্রমে কোথায় যাবে, যাতে কষ্টের রোজগার ভুল জায়গায় আটকে না যায়।





😟 আসল সমস্যা

সবাই কিছু না কিছু বিক্রি করছে: কেউ বিমা, কেউ SIP, কেউ সোনা, কেউ কমিটি (চিট), কেউ প্লট। কার কথা শুনবেন, বোঝা যায় না। তাই টাকা হয় সেভিংস অ্যাকাউন্টে পড়ে পড়ে কমতে থাকে, নয়তো কারও কথায় এমন জায়গায় আটকে যায় যেখান থেকে দরকারের সময় বেরোয়ই না।

📌 এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন

- ভারতের সাধারণ পরিবারের সঞ্চয় আর ঋণের আসল ছবি, সরকারি পরিসংখ্যান থেকে
- "টাকার সিঁড়ি": 6টি ধাপ আর 2টি রেলিং, অর্থাৎ আগে কী করবেন আর তারপর কী
- মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে চুপচাপ আপনার সঞ্চয় খেয়ে ফেলে, আর "আসল বৃদ্ধি" (real return) মানে কী
- 72-এর নিয়ম: যেকোনো হারে টাকা বা দাম কত বছরে দ্বিগুণ হয়, আর "1 বছরে ডবল" কেন বিপদের ঘণ্টা
- সুরক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে তোলা আর রিটার্নের ত্রিভুজ, আর ব্যক্তিগত পরামর্শ কার কাছ থেকে নেওয়া ঠিক

রাজেশবাবু ই-রিকশা চালান, সুনীতাদি স্কুলে পড়ান, গোবিন্দবাবু সবজি বিক্রি করেন, হরিওমবাবু চাষ করেন। চারজনই খাটেন, চারজনই রোজগার করেন। তবু মাসের শেষে চারজনের ঘরেই একই প্রশ্ন: **"টাকা গেল কোথায়?"** আর যখন কখনও কিছু বাঁচে, তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন: **"এটা রাখব কোথায়?"**

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার লোক অনেক। আত্মীয় এজেন্ট পলিসি নিয়ে আসেন, পাড়ায় কমিটি (চিট) চলে, ফোনে রিল আসে "মাসে ₹500 রাখো আর কোটি কোটি বানাও", WhatsApp-এ "পাকা টিপস" আসে। সবাই নিজের জিনিসকেই সবচেয়ে ভালো বলে। কিন্তু কেউ বলে না যে **আগে কী করতে হবে আর পরে কী**। এটাই এই বইয়ের কাজ।

এই বই আপনাকে কোনো ফান্ড, শেয়ার, পলিসি বা অ্যাপের নাম বলবে না। কোনো রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেবে না। এটা আপনাকে একটা **ক্রম** দেবে, যাকে আমরা "টাকার সিঁড়ি" বলি, আর প্রতিটি ধাপে এতটা বোঝাপড়া দেবে যাতে সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই নিতে পারেন। চলুন, শুরু করি দেশের ছবি দিয়ে।

আজকের ছবি: অভাব টাকার কম, বোঝাপড়ার বেশি

RBI-এর বার্ষিক রিপোর্ট 2025-26 (29 মে 2026) অনুযায়ী, 2024-25-এ ভারতের পরিবারগুলোর **নিট আর্থিক সঞ্চয়** দেশের মোট ব্যয়যোগ্য আয়ের (GNDI) **7.0%** ছিল। 2023-24-এ এটা ছিল 5.8%। সহজ ভাষায়: **প্রতি ₹100 রোজগারের মধ্যে পরিবারগুলো গড়ে মাত্র ₹7-এর কাছাকাছি নিট সঞ্চয় (ব্যাংক, বিমা, PF-এর মতো জায়গায়) করতে পারে।** এটা গোটা দেশের গড়, আপনার ঘর নিয়ে কোনো মন্তব্য নয়। তবে এটা দেখায় যে সঞ্চয় খুবই পাতলা।

অন্যদিকে ঋণ দ্রুত বেড়েছে। RBI-এর আর্থিক স্থিতিশীলতা রিপোর্টের (জুন 2026) পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেপ্টেম্বর 2025-এ পারিবারিক ঋণ দেশের GDP-এর **45.5%** হয়ে গেছে। এর মধ্যে **58.4%** ঋণ বাড়ি কেনা ছাড়া অন্য কাজের: পার্সোনাল লোন, ক্রেডিট কার্ড, গোল্ড লোন, ফোন-ফ্রিজের EMI। অর্থাৎ অনেকটা ঋণ রোজকার প্রয়োজন আর জিনিস কেনার জন্য নেওয়া হচ্ছে।

আর সবচেয়ে বড় কথা: সমস্যা বেশিরভাগ টাকার নয়, **বোঝাপড়ার**। জাতীয় আর্থিক শিক্ষা কেন্দ্রের (NCFE) শেষ পূর্ণ জাতীয় সমীক্ষায় (NFLIS-2019) মাত্র **27%** ভারতীয় আর্থিকভাবে সাক্ষর পাওয়া গেছে: শহরে 33%, গ্রামে 24%, আর মহিলাদের মধ্যে মাত্র 21%। SEBI-এর বিনিয়োগকারী সমীক্ষা 2025-এ 74% মানুষ বলেছেন বিনিয়োগের জিনিস "বোঝা যায় না", আর 62%-এর বেশি বলেছেন বুঝতে পারলে তাঁরা টাকা রাখবেন।

বিষয়	পরিসংখ্যান	সূত্র আর তারিখ
পরিবারের নিট আর্থিক সঞ্চয় (2024-25)	GNDI-এর 7.0%	RBI বার্ষিক রিপোর্ট 2025-26, 29 মে 2026
পারিবারিক ঋণ (সেপ্টেম্বর 2025)	GDP-এর 45.5%	RBI FSR জুন 2026 (Business Today, 22 জুলাই 2026)
বাড়ি ছাড়া অন্য খুচরো ঋণের অংশ	58.4%	ওই একই
আর্থিক সাক্ষরতা	27% (মহিলা 21%)	NCFE NFLIS-2019
কোনো শেয়ার/ফান্ড প্রোডাক্টে টাকা রাখা পরিবার	9.5%	SEBI বিনিয়োগকারী সমীক্ষা 2025
"আগে সুরক্ষা" চাওয়া মানুষ	79.7%	ওই একই

এই পরিসংখ্যান ভয় দেখানোর জন্য নয়। এগুলো বলে যে আপনি একা নন। দেশের বেশিরভাগ পরিবার এই একই দোটানায় আছে, আর 79.7% মানুষ সবার আগে **সুরক্ষা** চান। এটা একদম ঠিক ভাবনা। এই বইয়ের সিঁড়িও সুরক্ষা দিয়েই শুরু হয়।



রাজেশ, 34, ই-রিকশা চালক, কানপুর (উদাহরণ)

রাজেশবাবুর মাসে রোজগার প্রায় ₹22,000, কিন্তু রোজ সমান নয়। আত্মীয়দের কথায় তিনি দুটো বিমা-সহ-সঞ্চয় পলিসি নিয়ে নিলেন, পাড়ার একটা কমিটিতেও (চিট) নাম লেখালেন আর EMI-তে নতুন ফোন কিনলেন। প্রতি মাসে এসবের কিস্তি যেতে থাকল। তারপর হঠাৎ স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। পলিসি ভাঙলে খুব কম টাকা পেতেন, কমিটির পালা তখনও অনেক দূরে, আর হাতে নগদ কিছুই ছিল না। শেষে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিতে হল। রাজেশবাবুর "সঞ্চয়" ছিল, কিন্তু সঠিক ক্রমে নয়।

👉 **শিক্ষা: আগে বিপদের ভাঁড় আর বিমার কবচ, তারপর বাকি সব।**

টাকার সিঁড়ি: 6টি ধাপ, 2টি রেলিং

ভাবুন, আপনি ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়ি লাগাচ্ছেন। নিচের ধাপ যদি দুর্বল হয় আর আপনি সোজা ওপরের ধাপে পা রাখেন, তাহলে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। টাকার ক্ষেত্রেও তাই। অনেকে সোজা ওপরের ধাপে (শেয়ার, ফান্ড, প্লট) লাফ দেন, অথচ নিচের হিসাব, ভাঁড় আর বিমা ফাঁকা থাকে। তারপর একটা অসুখ বা কাজ চলে যাওয়া তাঁদের নিচে ফেলে দেয়।

টাকার সিঁড়িতে নিচ থেকে ওপরে **6টি ধাপ** আছে। সঙ্গে আছে **2টি রেলিং**, যেগুলো প্রতিটি ধাপে ধরে রাখতে হবে: একদিকে **প্রতারণা থেকে বাঁচা**, অন্যদিকে **ট্যাক্স, KYC, নমিনি আর কাগজপত্র**।



ছবি 1.1 টাকার সিঁড়ি: নিচ থেকে ওপরে উঠুন, আর দুই রেলিং প্রতিটি ধাপে ধরে রাখুন।

ধাপ	কী করতে হবে	কখন ধরবেন ধাপ পাকা হল	অধ্যায়
1. হিসাব আর বাজেট	আয় আর খরচ লেখা, আগে সঞ্চয় আলাদা করা	টানা 3 মাস হিসাব লিখেছেন, সঞ্চয়ের অঙ্ক ঠিক করা আছে	2
2. বিপদের ভাঁড়	জরুরি খরচের কয়েক মাসের সমান টাকা আলাদা, সহজে তোলা যায় এমন জায়গায়	অন্তত প্রথম লক্ষ্য (যেমন ₹10,000), তারপর 3 মাসের খরচ	3
3. দামি ঋণে লাগাম	কার্ড, অ্যাপ-লোন, মহাজনের মতো দামি ঋণ আগে শোধ করা	এমন কোনো ঋণ নেই যার বার্ষিক সুদ প্রায় 24%-এর ওপরে	4, 5, 6
4. বিমার কবচ	রোজগেরে মানুষের জীবন কভার, পরিবারের স্বাস্থ্য কভার	কভার কত, নমিনি কে, তা লেখা আছে	7, 8
5. নিরাপদ সঞ্চয় আর বার্ধক্য	ব্যাংক, ডাকঘর, PF, পেনশনের মতো জায়গায় লক্ষ্য অনুযায়ী সঞ্চয়	প্রতিটি বড় লক্ষ্যের (পড়াশোনা, বার্ধক্য) জন্য আলাদা সঞ্চয় চলছে	9, 10, 11
6. বাজারের বোঝাপড়া	লম্বা সময়ের জন্য বাজারের সঙ্গে যুক্ত জিনিস বুঝে, ঝুঁকি জেনে	যে টাকা 5-7 বছর লাগবে না, শুধু সেটাই; আর নিয়ম বোঝা হয়ে গেছে	12, 13, 14

খেয়াল করুন, তৃতীয় ধাপে "প্রায় 24%" একটা মোটামুটি মাপকাঠি, কোনো আইন নয়। ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া প্রায়ই মাসে প্রায় 3.35-3.75% হারে চলে, অর্থাৎ বছরে প্রায় 40-45% (কার্ডের শর্তে দেখুন)। মহাজনের "শতকরা মাসে ₹3" মানে প্রতি ₹100-এ প্রতি মাসে ₹3, অর্থাৎ বছরে 36% সরল সুদ। এমন ঋণ চলতে চলতে কোথাও সঞ্চয় করা মানে বালতির তলায় ফুটো রেখে ওপর থেকে জল ভরা।

💡 সিঁড়ি মানে "একটা শেষ হলে তবে আরেকটা শুরু" নয়

- সিঁড়ি মানে "আগে ভিত পাকা"। কিছু কাজ প্রথম দিন থেকেই পাশাপাশি চলে।
- সরকারি বিমা প্রকল্প PMJJBY (₹2 লাখ জীবন কভার, বছরে ₹436) আর PMSBY (₹2 লাখ দুর্ঘটনা কভার, বছরে ₹20) মিলিয়ে বছরে ₹456 (নভেম্বর 2026 পর্যন্ত তথ্য, jansuraksha.gov.in-এ সাম্প্রতিক তথ্য দেখুন)। এগুলো মৌলিক সুরক্ষার শুরু, পুরো সুরক্ষা নয়। ধাপ 2-এ থাকতেই এগুলো দেখে নেওয়া যায়।
- ঘরে 70 বছর বা তার বেশি বয়সের বয়স্ক মানুষ থাকলে আয়ুষ্মান বয় বন্দনা কার্ড যাচাই করুন: আয় যা-ই হোক, প্রতি পরিবার প্রতি বছর ₹5 লাখ পর্যন্ত চিকিৎসা কভার (PIB, 29 অক্টোবর 2026)। পরিবার PM-JAY-তে যোগ্য কি না, তাও দেখুন (অধ্যায় 8)।
- প্রতিটি অ্যাকাউন্ট আর প্রকল্পে নমিনি যোগ করাও প্রথম দিনের কাজ, এতে টাকা লাগে না।

🔁 প্রথমবার ₹5,000 বাঁচল, এখন কী করবেন?

❌ সাধারণ ভুল

চেনা কারও কথায় সেদিনই কোনো লম্বা পলিসি বা স্কিম শুরু করে দিলেন, যার কিস্তি প্রতি মাসে যাবে আর মাঝপথে ছাড়লে ক্ষতি হবে।

✔ বুদ্ধির পথ

আগে দেখলেন ভাঁড়ে কত আছে আর কোনো দামি ঋণ চলছে কি না। ₹5,000 আলাদা অ্যাকাউন্টে ভাঁড়ের শুরু হিসেবে রাখলেন, তারপর সিঁড়ির পরের ধাপের কথা ভাবলেন।

কেন ভালো: বিপদে সবার আগে নগদ লাগে। ভাঁড় ছাড়া লম্বা কিস্তির জিনিস নিলে, বিপদে সেটাই ভাঙতে হয় আর ক্ষতি হয়।



সুনীতা, 29, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, পাটনা (উদাহরণ)

সুনীতাদি একটা রিল দেখলেন যেখানে বলা হয়েছিল "₹500-এর SIP থেকে কোটিপতি"। তিনি পরদিনই শুরু করতে যাচ্ছিলেন। মা শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "আগে ঘরের হিসাবটা তো লেখ, প্রতি মাসে কোথায় কোথায় টাকা যায়?" সুনীতাদি একটা খাতায় সিঁড়ি আঁকলেন আর প্রতিটি ধাপের পাশে হ্যাঁ বা না লিখলেন। তখন জানা গেল ক্রেডিট কার্ডে ₹18,000 বকেয়া কয়েক মাস ধরে শুধু minimum ভরে চলছে। তিনি আগে কার্ডের পুরো বকেয়া শোধ করার পরিকল্পনা করলেন, তারপর ভাঁড় শুরু করলেন।

👉 **শিক্ষা: আগে ক্রম, তারপর প্রোডাক্ট। রিল জানে না আপনার ঘরে কী চলছে।**

মূল্যবৃদ্ধির উই: টাকা একই, দাম কম

উই কাঠকে ভেতর থেকে খায়, বাইরে থেকে সব ঠিক দেখায়। মূল্যবৃদ্ধিও (inflation, অর্থাৎ জিনিসের দাম ধীরে ধীরে বাড়া) তাই করে। আপনার আলমারিতে ₹10,000 আছে, তাহলে 5 বছর পরেও নোট ₹10,000-ই থাকবে, কিন্তু তা দিয়ে কেনা রেশন কমে যাবে।

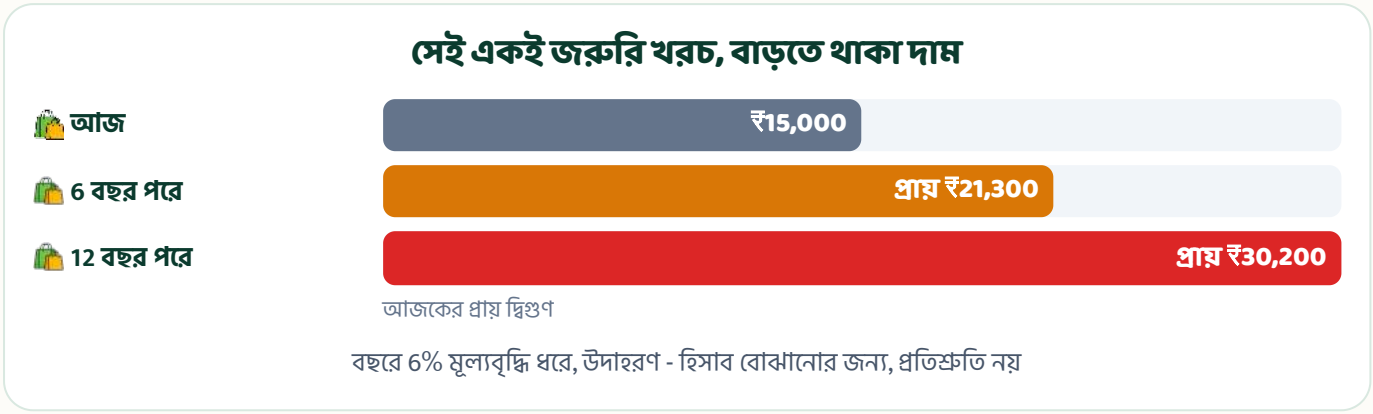
RBI-এর মুদ্রানীতি কমিটি 5-7 অক্টোবর 2026-এর বৈঠকে 2026-27-এর জন্য ভোক্তা মূল্যবৃদ্ধির (CPI) অনুমান **5.2%** রেখেছে। সেই সময় বড় সরকারি ব্যাংকগুলোর সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদ ছিল বছরে প্রায় **2.50%** (Business Today, 10 সেপ্টেম্বর 2026)। মানে টাকা যদি লম্বা সময় শুধু সেভিংস অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকে, তাহলে নোট সামান্য বাড়ে ঠিকই, কিন্তু তার **কেনার ক্ষমতা কমে**।

একে বলে **আসল বৃদ্ধি** (real return): সুদের হার থেকে মূল্যবৃদ্ধি বাদ দিন, মোটামুটি যা থাকে সেটাই আসল বৃদ্ধি। 2.5% সুদ আর 5.2% মূল্যবৃদ্ধি হলে আসল বৃদ্ধি প্রায় **মাইনাস 2.7%**। অর্থাৎ টাকা আসলে প্রতি বছর একটু করে ছোট হচ্ছে।

উদাহরণ - হিসাব বোঝানোর জন্য, প্রতিশ্রুতি নয়। ধরুন, কোনো পরিবারের আজকের জরুরি মাসিক খরচ ₹15,000। নিচে দেখুন, আলাদা আলাদা মূল্যবৃদ্ধির হারে এই খরচ সামনে কত হতে পারে:

ধরে নেওয়া মূল্যবৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	আজ	6 বছর পরে (প্রায়)	12 বছর পরে (প্রায়)
4%	₹15,000	₹18,980	₹24,015
6%	₹15,000	₹21,278	₹30,183
8%	₹15,000	₹23,803	₹37,773

দেখুন, 6% মূল্যবৃদ্ধি ধরলে 12 বছরে সেই একই জরুরি খরচ প্রায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ ₹30,183 হয়ে যায়। আজ যে শিশুর বয়স 3 বছর, তার কলেজে পড়ার সময় আসতে আসতে ফি, ভাড়া আর ওষুধ সবই এভাবে বেড়ে যাবে। তাই লম্বা লক্ষ্যের জন্য শুধু "টাকা জমানো" যথেষ্ট নয়, এটাও ভাবতে হবে যে তা যেন মূল্যবৃদ্ধির থেকে পিছিয়ে না পড়ে। এই কথা আমরা অধ্যায় 9 থেকে 12-এ ধীরেসুস্থে বুঝব।



ছবি 1.2 মূল্যবৃদ্ধির উই: সেই একই জরুরি খরচ, বছরের পর বছর বড় হচ্ছে। (6% মূল্যবৃদ্ধি ধরে, উদাহরণ, প্রতিশ্রুতি নয়)

বহু বছরের সঞ্চয় কোথায় রাখা আছে?

সাধারণ ভুল

পুরো সঞ্চয়, এমনকি 10-15 বছর পরে কাজে লাগবে এমন টাকাও, বছরের পর বছর শুধু সেভিংস অ্যাকাউন্টে বা ঘরের আলমারিতে পড়ে রইল, এই ভেবে যে "টাকা তো নিরাপদ আছে"।

বুদ্ধির পথ

রোজকার খরচ আর বিপদের ভাঁড়ের জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্টকে ঠিক মনে করলেন। কিন্তু লম্বা লক্ষ্যের টাকার জন্য আলাদা করে ভাবলেন, তার সুদ কীভাবে মূল্যবৃদ্ধির কাছাকাছি বা তার ওপরে থাকে, আর বিকল্পগুলো অধ্যায় 9-12-এ বুঝলেন।

কেন ভালো: নিরাপদ মানে শুধু "টাকা হারিয়ে না যাওয়া" নয়, এটাও যে তার কেনার ক্ষমতা বজায় থাকে। প্রতিটি টাকার কাজ আলাদা, তাই জায়গাও আলাদা।

72-এর নিয়ম: দ্বিগুণ হতে কত বছর?

একটা সহজ কৌশল আছে যা যে কেউ মনে মনে কষতে পারেন: **72 ÷ বার্ষিক হার = মোটামুটি কত বছরে টাকা দ্বিগুণ।** এটা শুধু অঙ্ক, কোনো প্রোডাক্টের প্রতিশ্রুতি নয়। এটা সঞ্চয়েও খাটে, মূল্যবৃদ্ধিতেও, আর ঋণেও।

উদাহরণ - হিসাব বোঝানোর জন্য, প্রতিশ্রুতি নয়।

ধরে নেওয়া বার্ষিক হার	72-এর নিয়ম (প্রায় বছর)	সঠিক অঙ্কে (প্রায় বছর)
4%	18	17.7
6%	12	11.9
8%	9	9.0
9%	8	8.0

একটা আসল উদাহরণ দেখুন। ডাকঘরের কিষাণ বিকাশ পত্র (KVP) প্রকল্পে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2026 ত্রৈমাসিকে বার্ষিক হার 7.5%, আর India Post নিজেই লেখে যে এতে টাকা **115 মাসে, অর্থাৎ 9 বছর 7 মাসে** দ্বিগুণ হয়। 72-এর নিয়ম বলে 72 ÷ 7.5 = 9.6 বছর। প্রায় একই! (প্রকল্পের নাম এখানে শুধু অঙ্ক দেখানোর জন্য, সুপারিশ নয়; হার প্রতি ত্রৈমাসিকে বদলাতে পারে, indiapost.gov.in-এ দেখুন।)

এই নিয়ম উল্টো দিকেও খাটে। 6% মূল্যবৃদ্ধিতে দাম প্রায় 12 বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর ঋণেও: কোনো ঋণ যদি বছরে 36% হারে চক্রবৃদ্ধিতে (প্রতিবার সুদের ওপরও সুদ) বাড়তে থাকে, তাহলে 72 ÷ 36 = প্রায় 2 বছরে বকেয়া দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এই জন্যই দামি ঋণের ধাপ সঞ্চয়ের আগে আসে।

⚠ "1 বছরে ডবল" শুনলেই থামুন

- কেউ যদি বলে "1 বছরে টাকা ডবল", তাহলে তার মানে বছরে 100% রিটার্ন।
- 72-এর নিয়মে দেখলে 8%-এ দ্বিগুণ হতে প্রায় 9 বছর লাগে। 1 বছরে দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি কোনো আইনি, নিয়ন্ত্রিত প্রোডাক্ট দেয় না।
- প্রতি মাসে 2-3% "পাকা" রোজগারের প্রতিশ্রুতিও বিপদের ঘণ্টা। এমন স্কিমে প্রায়ই পুরোনো লোকদের নতুন লোকদের টাকা দেওয়া হয়, আর নতুন লোক আসা বন্ধ হলেই সব ডুবে যায়।
- এমন কোনো স্কিমের নাম RBI-এর Sachet পোর্টালে (sachet.rbi.org.in) যাচাই করুন আর প্রতারণা মনে হলে 1930-এ ফোন করুন। পুরো কথা অধ্যায় 16-এ।

সুরক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে তোলা, রিটার্ন: তিনটে একসঙ্গে নয়

প্রতিটি সঞ্চয় বা বিনিয়োগের জিনিসকে তিনটি কষ্টিপাথরে যাচাই করুন: (1) **সুরক্ষা**: আসল টাকা ডোবার ঝুঁকি কতটা? (2) **সঙ্গে সঙ্গে তোলা** (liquidity): দরকার পড়লে কত তাড়াতাড়ি আর বিনা ক্ষতিতে তোলা যায়? (3) **রিটার্ন**: বৃদ্ধি কতটা হতে পারে? সত্যি হল, কোনো একটা জিনিস তিনটেই পুরোপুরি দেয় না। একটা মজবুত হলে আরেকটা দুর্বল হবে।



ছবি 1.3 প্রতিটি জিনিসে কিছু পাওয়া যায়, কিছু ছাড়তে হয়। যে তিনটেরই পুরো প্রতিশ্রুতি দেয়, সেখানেই থামুন।

- **সেভিংস অ্যাকাউন্ট:** সুরক্ষা ভালো (ব্যাংকে ₹5 লাখ পর্যন্ত জমার বিমা, অধ্যায় 9), তোলা যায় সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু সুদ কম।
- **লম্বা লক-ইনের সরকারি সঞ্চয় (যেমন PPF):** সুরক্ষা খুব বেশি, সুদ সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেয়ে ভালো, কিন্তু টাকা বহু বছরের জন্য আটকে যায়।
- **বাজারের সঙ্গে যুক্ত জিনিস (শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড):** লম্বা সময়ে বৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিক্রি করা সহজ, কিন্তু আসল টাকা কমেও যেতে পারে, কিছুই পাকা নয়।
- **কমিটি (চিট) বা "প্রাইভেট স্কিম":** প্রায়ই তিনটেরই প্রতিশ্রুতি, কিন্তু সুরক্ষার কোনো আইনি ভরসা নেই (অনানুষ্ঠানিক কমিটিতে কোনো নিয়ম খাটে না; অধ্যায় 16)।

🔍 ভুল ধারণা বনাম সত্যি

❌ ভুল ধারণা

কোনো না কোনো এমন স্কিম নিশ্চয়ই আছে যেখানে টাকা পুরো নিরাপদও থাকবে, যখন খুশি তোলাও যাবে, আর বৃদ্ধিও হবে অনেক বেশি। শুধু ঠিক লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

✔ সত্যি

এমন কোনো নিয়ন্ত্রিত, আইনি জিনিস নেই যা তিনটেই পুরোপুরি দেয়। যে লোক তিনটেরই প্রতিশ্রুতি দেয়, সে হয় পুরো কথা বলছে না, নয়তো প্রতারণা করছে। বুদ্ধির কাজ হল প্রতিটি টাকার কাজ ঠিক করা: বিপদের টাকা সুরক্ষা আর তোলার জন্য, লম্বা লক্ষ্যের টাকা বৃদ্ধির জন্য, ঝুঁকি বুঝে।

নিয়মিত আর অনিয়মিত আয়: সিঁড়ি সবার জন্য, গতি আলাদা

সরকারি সমীক্ষা PLFS 2025 (MoSPI, 27 মার্চ 2026) অনুযায়ী দেশে 56.2% কর্মী স্বনিযুক্ত, 20.2% দিনমজুরিতে আর মাত্র 23.6% নিয়মিত বেতনে। অর্থাৎ বেশিরভাগ পাঠকের আয় প্রতি মাসে সমান আসে না। দোকান, চাষ, গাড়ি চালানো, সেলাই, পার্লার, ডেলিভারি, মজুরি: এসবে কিছু মাস ভালো, কিছু খারাপ।

সিঁড়ি এদের সবার জন্য একই, শুধু দুটো কথা আলাদা। প্রথম, **ভাঁড় বড়** চাই, কারণ খারাপ মাস আসতেই থাকে (অধ্যায় 3)। দ্বিতীয়, বাজেট বানাতে হবে **সবচেয়ে কম আয়ের মাস** ধরে, গড় ধরে নয় (অধ্যায় 2)। যেমন গোবিন্দবাবুর সবজির দোকানে রোজ ₹600-ও আসে, ₹1,200-ও আসে। যদি তিনি ভালো দিনের হিসাবে খরচ ঠিক করেন, তাহলে খারাপ দিনে ধার নিতেই হবে। চাষি পরিবারের আয় তো বছরে দু-তিনবার ফসল বিক্রি হলে একসঙ্গে আসে, তাই তাদের গোটা মরসুমের হিসাব একসঙ্গে ভাবতে হয়।



ছবি 1.4 অনিয়মিত আয়ের ঘরে খারাপ মাসের অংশ আগে আলাদা: ছোট্ট পুঁটলি, বড় ভরসা।

🔁 ফসল বিক্রি হল, হাতে একসঙ্গে ₹1.2 লাখ এল

❌ সাধারণ ভুল

বিয়ে-শাদি, নতুন বাইক আর পুরোনো ধারের মধ্যে যা সামনে এল তাতেই টাকা যেতে থাকল। তিন মাস পরে বীজ-সারের জন্য আবার ধার নিতে হল।

✔ বুদ্ধির পথ

টাকা আসতেই আগে পরের মরসুম পর্যন্ত জরুরি খরচ, বীজ-সার আর ভাঁড়ের অংশ আলাদা করলেন, সবচেয়ে দামি ধার আগে শোধ করলেন, তারপর বাকি টাকায় বাকি কাজ।

কেন ভালো: অনিয়মিত আয়ে একসঙ্গে আসা টাকা হল "গোটা মরসুমের বেতন"। সেটা ভাগ করে চালালে পরের ফসল পর্যন্ত ধারের দরকার কমে।

পরামর্শ কার কাছে নেবেন, কার কাছে নয়

SEBI-এর বিনিয়োগকারী সমীক্ষা 2025-এ প্রায় 59% মানুষ বলেছেন, টাকার সিদ্ধান্ত তাঁরা বন্ধু, পরিবার বা সোশ্যাল মিডিয়ার finfluencer-দের (যাঁরা টাকা নিয়ে ভিডিও বানান) কথা শুনে নেন। যাঁরা influencer-দের কথা মানেন, তাঁদের 62% তাঁদের কথায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। সমস্যা হল, আত্মীয় এজেন্ট প্রায়ই বিক্রি করলে কমিশন পান, আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোক আপনার আয়, ঋণ আর পরিবারের কিছুই জানেন না।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পরামর্শ (আপনার অবস্থা দেখে "আপনি এটা করুন") দেওয়ার আইনি অধিকার ভারতে আছে **SEBI-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টার** (Registered Investment Adviser, RIA)। কারও কাছে পরামর্শ নেওয়ার আগে তাঁর নাম sebi.gov.in-এ নিবন্ধিতদের তালিকায় যাচাই করুন। বিমার জন্য IRDAI-নিবন্ধিত মধ্যস্থের সঙ্গে কথা বলুন। আর পরিষ্কার বলে রাখি: **এই বই আর এর লেখক কোনো উপদেষ্টা নন।** আমাদের কাজ আপনাকে এতটা বোঝানো যাতে আপনি ঠিক প্রশ্ন করতে পারেন আর ভুল উত্তর চিনতে পারেন।

আত্মীয় এজেন্ট বাড়িতে এসে বললেন "শুধু সই করে দাও"

সাধারণ ভুল

সম্পর্ক যাতে খারাপ না হয়, তাই কাগজ না পড়ে, কভার কত আর মাঝপথে ছাড়লে কত পাবেন তা না জিজ্ঞেস করে, সেদিনই সই করে দিলেন।

বুদ্ধির পথ

ভালোবেসে বললেন, "কাগজগুলো রেখে যান, বাড়িতে কথা বলে দু-দিনে জানাব।" তারপর লিখিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন: কভার কত, প্রিমিয়াম কত, কত বছর, মাঝপথে ছাড়লে কত পাব, আর আপনার লাইসেন্স নম্বর কী।

কেন ভালো: ভালো প্রোডাক্ট দু-দিন অপেক্ষা করলে খারাপ হয়ে যায় না। তাড়াহুড়োর চাপ প্রায়ই ভুল বিক্রির (mis-selling) লক্ষণ, যাকে IRDAI-ও "বড় উদ্বেগ" বলেছে।

যেকোনো সঞ্চয় বা বিনিয়োগ বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করুন

যে প্রশ্ন করা উচিত

আমি এই **[প্রোডাক্টের নাম/ধরন]** বুঝতে চাই। দয়া করে লিখিতভাবে জানান: (1) আমার আসল টাকা কতটা নিরাপদ, আর কোন নিয়ন্ত্রকের (RBI/SEBI/IRDAI/সরকার) নিয়ম এতে খাটে? (2) **[মাস/বছর]** পরে হঠাৎ টাকা দরকার হলে কত পাব, কত কাটা যাবে? (3) বাড়ার হার বাঁধা, না বদলায়, আর কতদিন পর্যন্ত? (4) এটা বিক্রি করলে আপনি কত কমিশন পান? (5) আপনার নিবন্ধন বা লাইসেন্স নম্বর কী?

ব্যাংক, ডাকঘর, এজেন্ট বা যেকোনো বিক্রেতাকে। উত্তর গোলমেলে হলে বা লিখে দিতে রাজি না হলে, সেখানেই থামুন। তিনটি কষ্টিপাথরের (সুরক্ষা, টাকা তোলা, রিটার্ন) ত্রিভুজটা সঙ্গে রাখুন।

AI দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির হিসাব করিয়ে নিন

যে প্রশ্ন করা উচিত

আমাকে শুধু অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও, কোনো বিনিয়োগের পরামর্শ দিও না। আমার ঘরের আজকের জরুরি মাসিক খরচ ₹ **[টাকার পরিমাণ]**। যদি মূল্যবৃদ্ধি প্রতি বছর **[4/6/8]** % থাকে, তাহলে **[5/10/15]** বছর পরে এই একই খরচ কত হবে? তিনটি হারের জন্য একটা ছোট তালিকা বানাও আর প্রতিটি লাইনের হিসাবও দেখাও, যাতে আমি ক্যালকুলেটরে মিলিয়ে নিতে পারি।

যেকোনো AI চ্যাট অ্যাপে। AI অঙ্কেও ভুল করতে পারে, তাই এক-দুটো লাইন নিজে ক্যালকুলেটরে মিলিয়ে নিন। AI-কে "কোন ফান্ড বা স্কিম নেব" জিজ্ঞেস করবেন না, পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ওর নেই।

10টি বড় ভুল ধারণা, আর সেগুলো কোথায় ভাঙবে

সাধারণ পরিবারে টাকা নিয়ে কিছু কথা প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। কিছু আধা-সত্যি, কিছু পুরোপুরি ভুল। এই বইয়ে প্রতিটি ভুল ধারণা তার নিজের অধ্যায়ে প্রমাণসহ খুলে দেখাব। এখন শুধু এক ঝলক:

ভুল ধারণা	কোন অধ্যায়ে সত্যি
“LIC (বিমা-সহ-সঞ্চয় পলিসি)-ই বিনিয়োগ”	7
“FD সবচেয়ে safe, ব্যস”	9
“সোনার দাম সবসময় বাড়ে”	13
“শেয়ার বাজার মানেই জুয়া”	14
“কমিটি (চিট)-তে বেশি লাভ”	6, 16
“টাকা ডবলের স্কিম সত্যিই চলে”	16
“বিমা মানে টাকা নষ্ট, কিছুই ফেরত আসে না”	7, 8
“SIP-এ fixed রিটার্ন পাওয়া যায়”	12
“কম আয়ের লোক সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করতে পারে না”	9, 10
“টিপস ধরে তাড়াতাড়ি টাকা হয়”	14, 16

🔍 ভুল ধারণা বনাম সত্যি

❌ ভুল ধারণা

“আমাদের আয় এত কম, আমরা কী জমাব, এসব বড়লোকদের জন্য।”

✔ সত্যি

শুরুটা টাকার অঙ্ক দিয়ে নয়, অভ্যাস দিয়ে হয়। ডাকঘরের 5 বছরের RD মাসে ₹100 দিয়ে খোলা যায়, আর PPF-এ বছরে ন্যূনতম ₹500 (নভেম্বর 2026 পর্যন্ত নিয়ম, indiapost.gov.in)। সবার আগে তো হিসাব লেখা আর ভাঁড় শুরু করা, তার জন্য কোনো ন্যূনতম টাকা লাগে না।

আজ থেকে শুরু: প্রথম 7 দিনের 5টি কাজ

1 টাকার তালিকা বানান

ঘরের সব টাকা কোথায় কোথায় আছে, লিখুন: অ্যাকাউন্ট, নগদ, পলিসি, কমিটি (চিট), সোনা, ধার দেওয়া-নেওয়া। নিচে ওয়ার্কশিটের তালিকাটা এর জন্যই।

2 ঋণের তালিকা বানান

প্রতিটি ঋণের বাকি টাকা, কিস্তি আর সুদ লিখুন। সুদ মাসের হিসাবে বলা থাকলে (যেমন শতকরা ₹2), তাকে 12 দিয়ে গুণ করে বছরের হিসাবে ভাবুন।

3 সিঁড়িতে নিজের জায়গা দেখুন

ওয়ার্কশিটের 10টি প্রশ্নে হ্যাঁ/না লিখুন। প্রথম “না” যেখানে আসবে, সেটাই এখন আপনার ধাপ।

4 নমিনি দেখে নিন

প্রতিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট আর পলিসিতে নমিনি আছে কি না, দেখুন। না থাকলে যোগ করিয়ে নিন।

5 ঘরে 30 মিনিটের আলোচনা

জীবনসঙ্গী বা ঘরের বড় সদস্যের সঙ্গে এই অধ্যায় আর নিজের তালিকা ভাগ করে নিন। টাকার কথা একার বোঝা নয়।

ওয়ার্কশিট 1: আমার সিঁড়ি কোথায়?

পেন দিয়ে লিখুন

প্রশ্ন 1: আমি কি প্রতি মাসের আয় আর খরচ লিখে রাখি? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 2: আয় আসামাত্র কি সঞ্চয়ের টাকা আগে আলাদা হয়ে যায়? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 3: ঘরের অন্তত 3 মাসের জরুরি খরচের সমান টাকা কি আলাদা করে, সহজে তোলা যায় এমন জায়গায় রাখা আছে? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 4: আমার কি এমন কোনো ঋণ আছে যার বছরের সুদ মোটামুটি 24%-এর বেশি (কার্ডের বকেয়া, অ্যাপ-লোন, মহাজন)? (হ্যাঁ / না) [এখানে “না” ভালো]

প্রশ্ন 5: ঘরের রোজগেরে মানুষটির নামে কি জীবন বিমার কভার আছে, আর আমি কি জানি কত টাকার? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 6: পরিবারের কি কোনো স্বাস্থ্য কভার আছে (আয়ুষ্মান, কোম্পানির, বা নিজের)? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 7: প্রতিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট আর পলিসিতে কি নমিনি যোগ করা আছে? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 8: বার্ধক্যের জন্য কি আলাদা কোনো সঞ্চয় (PF, পেনশন প্রকল্প ইত্যাদি) চলছে? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 9: ঘরের অন্য কোনো সদস্য কি জানেন টাকা আর কাগজপত্র কোথায় আছে? (হ্যাঁ / না)

প্রশ্ন 10: গত এক বছরে আমি কি কারও কথায় পুরোটা না বুঝে কোনো পলিসি, স্কিম বা অ্যাপে টাকা দিয়েছি? (হ্যাঁ / না) [এখানে “না” ভালো]

অনুশীলন: নিচের তালিকায় ঘরের সব টাকা লিখুন। যে লাইনে “কবে তোলা যাবে”-র উত্তর “জানি না”, তার কাগজপত্র বের করে পড়ুন।

জায়গা (অ্যাকাউন্ট/পলিসি/কমিটি/সোনা)	টাকার পরিমাণ	কবে তোলা যাবে	কার নামে	নমিনি আছে?

🧠 ছোট কুইজ

1. "1 বছরে টাকা ডবল" মানে বছরে কত রিটার্ন?

○ ক) 10% ○ খ) 50% ○ গ) 100%

2. 72-এর নিয়মে বছরে 8% হারে টাকা মোটামুটি কত বছরে দ্বিগুণ হবে?

○ ক) 9 বছর ○ খ) 4 বছর ○ গ) 18 বছর

3. সেভিংস অ্যাকাউন্টে 2.5% সুদ পেলে আর মূল্যবৃদ্ধি 5% হলে, কী হচ্ছে?

○ ক) টাকা আসলে বাড়ছে ○ খ) টাকা আসলে কমছে ○ গ) কোনো তফাত হয় না

4. টাকার সিঁড়ির প্রথম ধাপ কোনটি?

○ ক) SIP ○ খ) সোনা ○ গ) হিসাব আর বাজেট

5. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পরামর্শ কার কাছ থেকে নেওয়া ঠিক?

○ ক) Instagram-এ টাকা নিয়ে ভিডিও বানানো লোকের কাছ থেকে ○ খ) SEBI-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টার কাছ থেকে

○ গ) WhatsApp গ্রুপের টিপস থেকে

উত্তর পরিশিষ্টে, পাতা 246

🖨️ এই অধ্যায়ের প্রশ্ন কার্ড

S01 প্রতারণা যাচাই

🗣️ এটা জিজ্ঞেস করুন

আপনি বা আপনার কোম্পানি কোন নিয়ন্ত্রকের (RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA বা রাজ্য রেজিস্ট্রার) কাছে নিবন্ধিত? নিবন্ধন নম্বর বলুন, আমি নিজে যাচাই করব।

কখন জিজ্ঞেস করবেন: কোনো ব্যক্তি, অ্যাপ বা স্কিম আপনার টাকা নিতে চাইলে।

✔ **সঠিক উত্তর এমন হবে:** পরিষ্কার নাম আর নম্বর, যা সেই নিয়ন্ত্রকের ওয়েবসাইটে মিলে যায় (যেমন SEBI উপদেষ্টা INA..., রিসার্চ অ্যানালিস্ট INH..., ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের ARN)। sachet.rbi.org.in-এও যাচাই করতে পারেন।

🚩 **লাল সংকেত:** "আমাদের নিবন্ধনের দরকার নেই", "সরকার থেকে approved" অথচ কোনো নম্বর নেই, বা নম্বরটা অন্য কোনো কোম্পানির বেরোয়।

S03 প্রতারণা যাচাই

🗣️ এটা জিজ্ঞেস করুন

আপনি যে "পাকা" রিটার্নের কথা বলছেন, সেটা কে লিখে দেবে? কোন নিয়মে বা কোন নিয়ন্ত্রকের অধীনে?

কখন জিজ্ঞেস করবেন: কেউ বাঁধা লাভ, "মাসে 2-3%" বা "টাকা দ্বিগুণ" বললে।

✔ **সঠিক উত্তর এমন হবে:** সৎ উত্তর: বাজারের সঙ্গে যুক্ত কোনো বিনিয়োগেই রিটার্ন বাঁধা থাকে না। সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পের হার সরকার ঠিক করে, আর সেটাও প্রতি তিন মাসে বদলাতে পারে।

🚩 **লাল সংকেত:** "আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি, স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দেব" বা "মাসে 3% পাকা"। নিবন্ধন ছাড়া জমা নেওয়া স্কিম BUDS আইন 2019 অনুযায়ী অপরাধ।

S06 প্রতারণা যাচাই

এটা জিজ্ঞেস করুন

আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আর কাগজ পড়ে কাল জানাব। আজ আমি কোনো টাকা দেব না, কোনো OTP-ও বলব না।

কখন জিজ্ঞেস করবেন: যখনই কেউ তাড়া দেয়, ভয় দেখায় বা বলে "আজই শেষ সুযোগ": ফোনে, বাড়িতে এসে বা অ্যাপে।

✔ **সঠিক উত্তর এমন হবে:** "নিশ্চয়ই, কাগজ নিয়ে যান, ধীরেসুস্থে ভাবুন।" ঠিক প্রোডাক্ট আর ঠিক মানুষ এক দিনে উধাও হয়ে যায় না।

🚩 **লাল সংকেত:** "অফার আজই শেষ", "কাউকে বলবেন না", "ফোন কাটবেন না, আপনি ডিজিটাল অ্যারেস্টে আছেন"। ফোন কেটে দিন; টাকা কেটে গিয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে 1930 বা cybercrime.gov.in।

B06 ব্যাংক আর ডাকঘর

এটা জিজ্ঞেস করুন

আপনি যে [হার] % সুদের কথা বলছেন, সেটা পুরো মেয়াদের জন্য বাঁধা, না মাঝপথে বদলাতে পারে? আমার রসিদ/পাসবুকে কোথায় লেখা থাকবে?

কখন জিজ্ঞেস করবেন: FD, RD বা ডাকঘরের প্রকল্পে টাকা রাখার আগে।

✔ **সঠিক উত্তর এমন হবে:** পরিষ্কার উত্তর: ডাকঘরের TD, NSC, KVP, MIS, SCSS-এ অ্যাকাউন্ট খোলার সময়ের হার পুরো মেয়াদ চলে; PPF, সুকন্যা আর ডাকঘরের সেভিংস অ্যাকাউন্টের হার প্রতি তিন মাসে বদলাতে পারে। হার রসিদে লেখা থাকা চাই।

🚩 **লাল সংকেত:** "এই হার সবসময় পাবেন" বা মুখে বলা হার যা কাগজে নেই। মনে রাখবেন, ডাকঘরের হার প্রতি তিন মাসে ঠিক হয় (পরের ঘোষণা মোটামুটি 31 ডিসেম্বর 2026)।

I01 বিমা

এটা জিজ্ঞেস করুন

এই পলিসিতে কভার (বিমার টাকা) কত, বছরের প্রিমিয়াম কত, আর প্রিমিয়াম কত বছর দিতে হবে? কভার কত বছর পর্যন্ত থাকবে?

কখন জিজ্ঞেস করবেন: যেকোনো জীবন বিমা পলিসি নেওয়ার সময়, এজেন্ট আত্মীয় হলেও।

✔ **সঠিক উত্তর এমন হবে:** তিনটে কথাই এক লাইনে, লিখিতভাবে। রোজগেরে মানুষের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা: কভার বছরের আয়ের মোটামুটি 10-15 গুণ (নিয়ম নয়, আন্দাজ)।

🚩 **লাল সংকেত:** কভার প্রিমিয়ামের মাত্র 10 গুণের কাছাকাছি, আর কথা শুধু "বোনাস/রিটার্ন" নিয়ে। বিমা আর সঞ্চয় একসঙ্গে বিক্রি করা পলিসিতে কভার প্রায়ই খুব কম থাকে।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

এই অধ্যায় শুধু বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। এখানে কোনো প্রকল্প, কোম্পানি বা প্রোডাক্টের সুপারিশ করা হয়নি। হার আর নিয়ম নভেম্বর 2026 পর্যন্ত, এবং বদলাতে পারে; টাকা রাখার আগে অফিশিয়াল সূত্রে সর্বশেষ তথ্য দেখে নিন। উদাহরণের সংখ্যাগুলো কাল্পনিক, প্রতিশ্রুতি নয়। ব্যক্তিগত পরামর্শের জন্য SEBI-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করুন।

📝 মনে রাখার মতো

- দেশে পরিবারগুলো গড়ে প্রতি ₹100-র মধ্যে মোটামুটি ₹7-ই নিট সঞ্চয় করতে পারে (2024-25), আর ঋণ দ্রুত বেড়েছে; ঘাটতিটা বেশিরভাগই বোঝাপড়ার।
- টাকার সিঁড়ির 6টি ধাপ: হিসাব আর বাজেট, বিপদের ভাঁড়, দামি ঋণে লাগাম, বিমার কবচ, নিরাপদ সঞ্চয় আর বার্ধক্য, বাজারের বোঝাপড়া; সঙ্গে প্রতারণা থেকে বাঁচা আর কাগজপত্র-নমিনির দুটি রেলিং।
- মূল্যবৃদ্ধি হলো উইপোকা: 2.5% সুদ আর 5.2% মূল্যবৃদ্ধিতে (2026-27-এর RBI অনুমান) টাকা আসলে কমে যায়।
- 72-এর নিয়ম: 72 ÷ হার = দ্বিগুণ হতে মোটামুটি কত বছর; “1 বছরে ডবল” মানে 100%, এটা বিপদের ঘণ্টা।
- কোনো জিনিসই সুরক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে টাকা তোলা আর বেশি রিটার্ন, তিনটে একসঙ্গে দেয় না; ব্যক্তিগত পরামর্শ শুধু SEBI-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টার কাছ থেকে, এই বই উপদেষ্টা নয়।

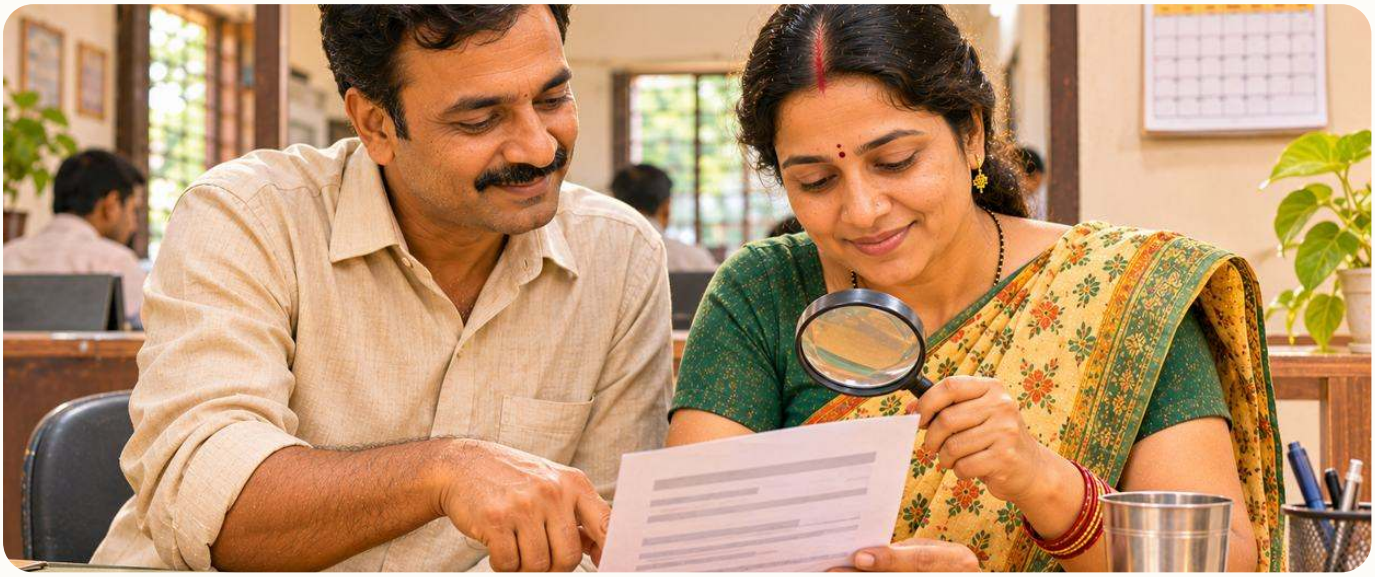
➡️ **এরপর:** পরের অধ্যায়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপ: ঘরের এমন বাজেট, যা মাইনে পাওয়া লোকেদের পাশাপাশি দোকান, চাষ আর দিনমজুরির ওঠানামা করা আয়েও চলে।

📚 এই অধ্যায়ের 11টি সূত্র: পরিশিষ্ট “সূত্র” পাতা **251**

অধ্যায় 4

ঋণের আসল দাম: সুদ, EMI, APR আর CIBIL

যেকোনো লোনের আসল দাম 5 মিনিটে বের করুন, আর নিজের ক্রেডিট স্কোর বিনামূল্যে দেখুন-শোধরান।



🤨 আসল সমস্যা

"EMI মাত্র ₹999" শুনে লোন নিয়ে নিলেন, তারপর ফি, বিমা আর পেনাল্টি জুড়ে দাম অনেক বেশি দাঁড়াল। তার ওপর CIBIL-এর ভয়, আর "CIBIL ঠিক করে দেব" বলে টাকা চাওয়া এজেন্ট আলাদা। বোঝা যায় না কোন লোন সস্তা আর কোনটা ফাঁদ।

📌 এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন

- EMI কীভাবে তৈরি হয়, আর ছোট EMI প্রায়ই দামি পড়ে কেন
- "ফ্ল্যাট রেট"-এর চাল আর KFS-এ লেখা APR পড়া
- পেনাল চার্জ, আগে শোধ করার ফি আর RBI-এর নতুন নিয়ম
- ক্রেডিট স্কোর কী দিয়ে তৈরি হয়, আর বছরে 4 বার বিনামূল্যে রিপোর্ট কীভাবে দেখবেন
- রিকভারি এজেন্ট হয়রানি করলে অভিযোগের সঠিক সিঁড়ি

আমাদের বাড়িতে ঋণ নিয়ে দু রকম কথা শোনা যায়। এক: "ঋণ কখনো নিও না, সর্বনাশ হয়ে যাবে।" দুই: "সবাই নেয়, EMI তো সামান্য।" দুটো কথাই অসম্পূর্ণ। ঋণ নিজে খারাপ নয়। চাষের বীজ-সার, দোকানের মাল, বাচ্চার পড়াশোনা বা চিকিৎসার জন্য সঠিক হারে নেওয়া ধার জীবন সহজ করতে পারে। বিপদ হয় তখন, যখন আমরা **হিসাব ছাড়া** ঋণ নিই: জানাই নেই আসলে কত ফেরত দিতে হবে, কিস্তি বাদ গেলে কী হবে, আর ওপর থেকে কী কী ফি কাটবে।

এই অধ্যায়ে আমরা ঋণের চারটি মৌলিক জিনিস সহজ ভাষায় বুঝব: **সুদ**, **EMI**, **APR** আর **ক্রেডিট স্কোর (CIBIL)**। এরপর আপনি যেকোনো লোন অফার দেখে নিজেই বলতে পারবেন সেটা সস্তা না দামি। এই অধ্যায় টাকার সিঁড়ির তৃতীয় ধাপ: অধ্যায় 3-এর বিপদের ভাঁড়ের পরে, এবার দামি ঋণে লাগাম।

EMI কী আর কীভাবে তৈরি হয়

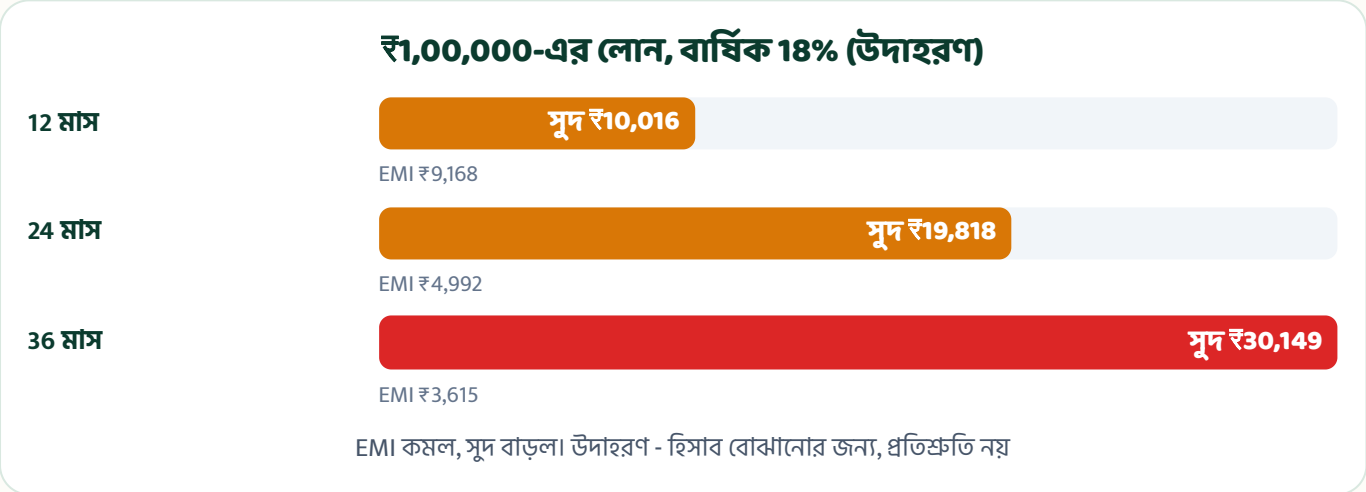
EMI (Equated Monthly Instalment, মানে প্রতি মাসের সমান কিস্তি)-তে দুটো অংশ থাকে: **মূলধন** (যে টাকা আপনি ধার নিয়েছেন) আর **সুদ** (ধারের ভাড়া)। বেশিরভাগ ব্যাংক লোনে সুদ লাগে **কমতে থাকা মূলধনের** (reducing balance) উপর। মানে শুরুর মাসগুলোতে EMI-র বড় অংশ সুদে যায়, আর যত মূলধন কমে, সুদের অংশও তত কমে।

EMI তিনটি জিনিস দিয়ে ঠিক হয়: টাকার অঙ্ক, সুদের হার আর সময় (কত মাস)। নিচের তালিকায় ₹1,00,000 লোনের EMI আর মোট সুদ আলাদা আলাদা হার ও সময়ে দেখানো হয়েছে। মন দিয়ে দেখুন, কারণ এতেই এই পুরো অধ্যায়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা লুকিয়ে আছে।

উদাহরণ - হিসাব বোঝানোর জন্য, প্রতিশ্রুতি নয়। লোন ₹1,00,000, সুদ কমতে থাকা মূলধনের উপর; হারগুলো ধরে নেওয়া, কোনো ঋণদাতার আসল হার নয়।

বার্ষিক হার	12 মাস: EMI / মোট সুদ	24 মাস: EMI / মোট সুদ	36 মাস: EMI / মোট সুদ
10.5%	₹8,815 / ₹5,778	₹4,638 / ₹11,302	₹3,250 / ₹17,009
14%	₹8,979 / ₹7,745	₹4,801 / ₹15,231	₹3,418 / ₹23,039
18%	₹9,168 / ₹10,016	₹4,992 / ₹19,818	₹3,615 / ₹30,149
24%	₹9,456 / ₹13,472	₹5,287 / ₹26,891	₹3,923 / ₹41,238
36%	₹10,046 / ₹20,555	₹5,905 / ₹41,714	₹4,580 / ₹64,894

তালিকা থেকে দুটো কথা পরিষ্কার দেখা যায়। প্রথম: **সময় বাড়ালে EMI কমে, কিন্তু মোট সুদ বাড়ে।** 18%-এ 12 মাসে সুদ ₹10,016, সেই লোনই 36 মাসে নিলে সুদ ₹30,149, মানে প্রায় তিন গুণ। দ্বিতীয়: **বেশি হারে লম্বা লোন খুব ভারী পড়ে।** 36%-এ 36 মাসে আপনি মোট প্রায় ₹1,64,900 ফেরত দেন। মানে প্রতি ₹1 ধারে প্রায় ₹1.65 শোধ করা।



ছবি 4.1 ₹1 লাখ, 18%-এ: সময় বাড়ল, সুদ বাড়ল (উদাহরণ - হিসাব বোঝানোর জন্য, প্রতিশ্রুতি নয়)

লোনের সময় বেছে নেওয়া

সাধারণ ভুল
"EMI যত ছোট তত ভালো" ভেবে সবচেয়ে লম্বা সময় বেছে নেওয়া।

বুদ্ধির পথ
আগে দেখা যে প্রতি মাসে স্বচ্ছন্দে কত EMI দিতে পারবেন, তারপর তার মধ্যে সবচেয়ে কম সময় বেছে নেওয়া। EMI-র সঙ্গে "মোট কত ফেরত দেব" সেটাও লিখিয়ে নেওয়া।

কেন ভালো: প্রতিটি বাড়তি মাস আপনার পকেট থেকে বাড়তি সুদ বের করে নেয়। ছোট EMI-র আরাম প্রায়ই হাজার হাজার টাকা দামি পড়ে।

"EMI মাত্র ₹999": পুরো দাম কীভাবে বের করবেন

দোকানে বা অনলাইন বিজ্ঞাপনে প্রায়ই শুধু EMI বড় অক্ষরে লেখা থাকে: "মাত্র ₹999 মাসে"। প্রশ্ন এটা নয় যে EMI কত, প্রশ্ন হলো **মোট কত দিতে হবে**। এর সহজ ফর্মুলা: **EMI × মাস + সব ফি = আসল দাম**। ধরুন ₹15,000-এর একটা ফোন 18 মাসের ₹999 EMI-তে পাওয়া যাচ্ছে আর ₹499 প্রসেসিং ফি।

অধ্যায় 16

প্রতারণা থেকে বাঁচুন: টাকা ডবল, ভুয়ো অ্যাপ, ডিজিটাল অ্যারেস্ট

প্রতারণার প্রতিটি বড় কৌশল প্রথম সংকেতেই চিনুন, টাকা দেওয়ার আগে 2 মিনিটে যাচাই করুন, আর টাকা গেলে প্রথম ঘণ্টায় সঠিক পদক্ষেপ নিন।



🤨 আসল সমস্যা

প্রতারকরা এখন শুধু সরল মানুষকে নয়, শিক্ষিতদেরও ফাঁসায়: উর্দি পরে ভিডিও কল, আসলের মতো দেখতে অ্যাপ, বা সেই "সোসাইটি" যার কথা কোনো আত্মীয়ই বলেছেন। একটা কল, একটা লিংক বা একবারের ভরসায় সারা জীবনের সঞ্চয় চলে যায়, আর তারপর লজ্জায় মানুষ কাউকে বলেও না।

📌 এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন

- প্রতারণা কত বড়, আর প্রতারকরা ভয়, লোভ আর তাড়াহুড়োকে কীভাবে কাজে লাগায়
- পাঁচ আঙুলের নিয়ম: পাঁচটি সংকেত, যার একটিও দেখলে থেমে যাওয়া
- টাকা ডবল/সোসাইটি, কমিটি-চিট ফান্ড, MLM, ভুয়ো ট্রেডিং অ্যাপ, ডিজিটাল অ্যারেস্ট আর নকল নোটিশ: প্রতিটি কৌশল চেনার উপায়
- যেকোনো সংস্থাকে টাকা দেওয়ার আগে কোথায় যাচাই করবেন (Sachet, RBI, SEBI, AMFI, IRDAI)
- টাকা চলে গেলে প্রথম ঘণ্টা: 1930, ব্যাংক, cybercrime.gov.in, আর অভিযোগের সঠিক জায়গা

গত পনেরোটা অধ্যায়ে আমরা আয়ের হিসাব রেখেছি, ভাঁড় ভরেছি, ঋণ কমিয়েছি, বিমার কবচ পরেছি আর সঞ্চয় ঠিক জায়গায় রেখেছি। কিন্তু এই সব পরিশ্রম একটা ভুল কল বা একটা "পাকা লাভ"-এর স্কিমে কয়েক মিনিটে শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই বইয়ের শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে **প্রতারণা থেকে বাঁচা** টাকার সিঁড়ির রেলিং: প্রতিটি ধাপে সঙ্গে চলে। এই অধ্যায় সেই রেলিংকেই মজবুত করে।

ভালো খবর হল, প্রতারণার কৌশল হাতে গোনা। নাম বদলায়, অ্যাপ বদলায়, কিন্তু পদ্ধতি একই থাকে। একবার আপনি এই পদ্ধতিগুলো চিনে ফেললে, নতুন প্রতারককেও পুরোনো মনে হতে থাকে।

প্রতারণা কত বড়: সরকারি পরিসংখ্যান

রাজ্যসভায় সরকারের উত্তর (অতারকাচিহ্নিত প্রশ্ন 1341, 11 ফেব্রুয়ারি 2026) অনুযায়ী, **2025 সালে সাইবার আর্থিক প্রতারণায় ₹22,495 কোটি** গেছে, আর **24,02,579 অভিযোগ** নথিভুক্ত হয়েছে। মানে প্রতিদিন গড়ে ছয় হাজারেরও বেশি পরিবার কোনো না কোনো প্রতারণার অভিযোগ করছিল। আর এগুলো শুধু সেই ঘটনা, যার অভিযোগ হয়েছে; অনেকে লজ্জা বা ভয়ে বলেনই না।

বছর	সাইবার আর্থিক প্রতারণায় যাওয়া টাকা	অভিযোগ
2023	₹7,465 কোটি	13.10 লাখ
2024	₹22,848 কোটি	19.18 লাখ
2025	₹22,495 কোটি	24,02,579

সূত্র: রাজ্যসভা অতারকাচিহ্নিত প্রশ্ন 1341 (11 ফেব্রুয়ারি 2026) আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিসংখ্যান নিয়ে ThePrint (21 ফেব্রুয়ারি 2026)। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী 2025-এ যাওয়া টাকার প্রায় **76-77% অংশ "বিনিয়োগ"-এর প্রতারণায়** গেছে: "শেয়ারে পাকা লাভ", "টাকা ডবল", "VIP টিপস গ্রুপ"। মানে সবচেয়ে বড় বিপদ ভয় থেকে নয়, **লোভ** থেকে আসে।

প্রতারক চারটি জিনিস নিয়ে কাজ করে

- **লোভ:** "মাসে 3% পাকা", "এক বছরে ডবল", "লটারি লেগেছে"।
- **ভয়:** "আপনার আধার দিয়ে মানি লন্ডারিং হয়েছে", "অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে", "বিদ্যুৎ কেটে দেওয়া হবে"।
- **তাড়া:** "আজই শেষ সুযোগ", "10 মিনিটে OTP বলুন", "কাউকে বললে কেস বিগড়ে যাবে"।
- **লজ্জা আর একাকীত্ব:** "পরিবারকে বলবেন না"। প্রতারক চায় আপনি একা সিদ্ধান্ত নিন, কারণ অন্য কেউ থাকলে চাল ধরে ফেলে।

পাঁচ আঙুলের নিয়ম

নিজের একটা হাতের তালু দেখুন। প্রতিটি আঙুল একটা বিপদের সংকেত। যেকোনো কল, মেসেজ, স্কিম বা অ্যাপে **এর একটিও সংকেত দেখলে থেমে যান**। থামলে কখনও ক্ষতি হয় না; আসল ব্যাংক, আসল অফিস আর আসল প্রকল্প কালও সেখানেই থাকবে।



ছবি 16.1 পাঁচ আঙুলের নিয়ম: একটিও সংকেত দেখলে থামুন